শায়েখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

ইসলামী বসন্ত

(দ্বিতীয় পর্ব)

হাকিমুল উম্মত, আমীরুল মুজাহিদীন

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ)

পরিবেশনা

জুমাদাল উখরা ১৪৩৬হি:

এটি ইসলামী বসন্ত শিরোনামে সিরিজ আলোচনার দ্বিতীয় পর্ব। উক্ত ধারাবাহিকতায় ইসলামের আশুবিজয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কারণ, মুসলিম উম্মাহ আজ খুঁজতে শুরু করেছে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির পথ। যাতে বদলে দেয়া যায় পরাজয়ের দীর্ঘ ইতিহাস। ছুড়ে ফেলা যায় দাসত্বের শৃঙ্খল। নিষ্কৃতি লাভ হয় চারিত্রিক, সামাজিক অবক্ষয় থেকে, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অধঃপতন থেকে।

আরব বসন্তের চাকচিক্যে যারা প্রবঞ্চিত হয়েছিল তাদের আর বুঝতে বাকি নেই যে, এই বসন্ত নির্যাতন, নিপীড়ন ও গোলযোগের নতুন দার উম্মুক্ত করেছে। যার গতি-প্রকৃতি পূর্বের চেয়ে বহগুণে তীব্র ও কুৎসিত। অশুভ শক্তির বিজয়কে তরান্বিত করে এই বসন্তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথচ উম্মাহ এ আপদ থকে মুক্তিই কামনা করেছিল।

মুসলিম জাতি আজ চরম বাস্তবতার মুখোমুখি। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, যেসকল ইসলামী দল মুক্তির আশায় সেকুলারিজম, প্রজাতন্ত্র ও স্বৈরাতন্ত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিল, যারা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের ভাগ্য জুড়ে দিয়েছিল তারা দীন ও দুনিয়া দু'টোই হারিয়েছে।

উম্মাহর সামনে আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সত্যিকার মুজাহিদ ও দাঈগণ যে সতর্ক বার্তা উচ্চারিত করেছিলেন তা যথার্থই ছিল। তারা বলেছিলেন যে, দাওয়াত ও জিহাদের পথই হচ্ছে মুক্তির পথ। কোরআন-সুন্নাহ বর্ণিত পথ। বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত পথ। তাই সত্যিকার মুজাহিদ ও দায়ীগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহর সামনে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি যথাযথভাবে বর্ণনা করা। যাতে মানুষ পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে মুক্তির পথে পরিচালিত হতে পারে।

কর্তব্যের তাগিদেই মুজাহিদ ও দাঈগণকে আরো দুটি বিষয় উম্মতের সামনে বর্ণনা করতে হবে।

১. যেসকল তানযীম দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করতে চায় তারা সর্বসাধারণকে নির্বিচারে তাকফীর করে না এং তাকফীর করার জন্য অজুহাত খুঁজে বেড়ায় না।

২. জিহাদী তানযীম সর্বদা নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এমন কোন শাসককে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কাজ করে না, যিনি মুসলমানদের রক্তের বন্যা বইয়ে তাদের লাশের উপর দাড়িয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন, যিনি যে কোন মূল্যে ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকতে চান।

আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার, আমরা খুলাফায়ে রাশেদার অনুরূপ শাসন চাই। যাকে আঁকড়ে থাকার আদেশ করেছেন স্বয়ং নবী করীম সা.| তিনি বলেন,

"أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ"

'আমি তোমাদেরকে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি এবং ইসলামী নেতৃত্বের শ্রবণ ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদি কোন হাবশী গোলামও (তোমাদের আমীর নিযুক্ত) হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা (ভবিষ্যতে) জীবিত থাকবে তারা অসংখ্য ব্যাপারে মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সেই যুগ পাবে সে যেন আমার সুন্নাহ ও হেদায়েতের দিশারী খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে।'

আমরা খোলাফায়ে রাশেদার আদলে হুকুমত চাই। কারণ, খোলাফায়ে রাশেদার উপর সন্তুষ্ট থেকে রাসূল সা. দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও আবু মুসলিম খোরাসানীকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চাই না।

আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা ঝকঝকে তরবারী উঁচু করে বলে ইনি আমীরুল মুমিনীন। তার মৃত্যুর পর আমীরুল মুমিনীন হবে জনাব অমুক সাহেব। যে ব্যক্তি মানবে না তার জন্য রয়েছে এই তরবারী। আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা বলে, যে ব্যক্তি এই জামাআহ (শাসনক্ষমতা) নিয়ে আমাদের সাথে দ্বন্দ্ব করবে তাকে তরবারীর আঘাতে দ্বিখন্ডিত করা হবে। আমরা এমন শাসক চাই না যিনি বলেন, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতা আমার হাতের চাবুক ছিনিয়ে নিয়েছে। বিনিময়ে দিয়ে গেছে ধারালো তরবারী। যার বাঁট আমার হস্তে, ফিতা আমার স্কন্ধে, আর ধারালো অংশ বিরুদ্ধাচারীর গলে।

আমরা এমন শাসকও চাই না, যিনি বলবেন, আমরা এই খিলাফাহ অধিকার করেছি শক্তির মাধ্যমে, জ্বালাও-পোড়াও ও ভাঙচুরের মাধ্যমে।

দাঈগণের কর্তব্য হচ্ছে, উম্মাহকে বুঝানো যে, ইসলামী শরীয়াহ শুরা-ভিত্তিক হুকুমত প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। পাশাপাশি উম্মাহর এই অধিকার রয়েছে যে, তারা নিজেদের খলীফা নির্বাচন করবেন এবং খলীফার কাছে জবাবদিহিতা তলব করবেন।

দাঈগণের আরো একটি কর্তব্য হচ্ছে, বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন; এই দুই প্রান্তিকতা সম্পর্কে সতর্ক করা।

শৈথিল্যবাদীরা শরীয়ত বিরোধী পন্থায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দিবাস্বপ্ন দেখে। যেমন- মুসলিম ব্রদারহুড ও সিসির আশীর্বাদধন্য সালাফী আন্দোলন। আর যারা বাড়াবাড়িতে লিপ্ত তারা কতক অপরিচিত ব্যক্তির গোপন বায়আতের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবী করেছে। তারা খলীফা বানিয়েছে এমন একজনকে যাকে উম্মাহ নির্বাচন করেনি এবং তিনি তাদের সন্তুষ্টিভাজনও নন।

তারা আকস্মিকভাবে একজন খলীফা আবির্ভাবের সংবাদ পরিবেশন করল। তারা বলল তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন এমন লোকদের মাধ্যমে যাদের তোমরা জান না এবং কল্পনাও করতে পার না। তোমাদের দায়িত্ব হল তাদেরকে মেনে নেয়া এবং তার আনুগত্য করা। আনুগত্য করতে ব্যর্থদের - সে যেই হোক- প্রাপ্য হচ্ছে- একঝাঁক তাজা বুলেট, যা বিদ্ধ হবে তার মস্তকে। এমন কথা কেবল ঐ সকল লোকের মুখেই শোভা পায় যারা ক্ষমতা দখল করেছে বুলেটের মাধ্যমে। জ্বালাও-পোড়াও ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে।

মুজাহিদ, দাঈ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের দায়িত্ব হল, মিডিয়া বা প্রচার মাধ্যমের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এর মাধ্যমে তারা তাদের আমীরকে চেনে নেবেন। তার আদেশ-নিষেধ জেনে নেবেন। তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নরের পরিচয় লাভ করবেন। আর যারা প্রচার মাধ্যমের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখল না- ফলে করণীয় বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকল শাস্তির মুখোমুখী হলে তারা যেন অন্যকে দোষারোপ না করে। এর জন্য সে নিজেই দায়ী।

দাঈগণের দায়িত্ব হল তারা নুবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ এবং বংশীয় শাসনের মধ্যকার পার্থক্য সর্বসাধারণকে ভালভবে বুঝিয়ে দেবেন। বংশীয় শাসন সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন, اول من غير سنتي رجل من بني أمية '*সর্ব প্রথম যে আমার সুন্নাহকে বিকৃত করবে সে বনূ উমাইয়্যার লোক'।* প্রখ্যাত এক আলেম বলেন, সম্ভবত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতিগত পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করা এবং উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করা।

হাদীসটিতে রাসূল সা. বলপূর্বক খলিফা হওয়ার দাবীদারকে সুন্নাহ বিকৃতকারী আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং ঐব্যক্তির জন্য কি গর্ব করা সাজে যিনি জোরপূর্বক নিজেকে খলিফা দাবী করেছেন? প্রভাব বিস্তার ও জবরদখল- আল মুলকুল আদূদ তথা বংশীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য। আর এই ব্যবস্থা '*খিলাফাহ আ'লা মিনহাজিন নুবুওয়াহ'* ভেঙ্গে পড়ার কারণ। আল্লাহ যদি চান তাহলে পরবর্তী কোন পর্বে খিলাফাতুন নুবুওয়াহ সম্পর্কে কিছু মৌলিক আলোচনা করব। আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কী কারণে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল।

খিলাফাহ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখার প্রত্যাশায় আমরা এই মাত্র ধড়ফড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠিনি। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জোট সেনাদের হামলার মুখে খেলাফতের পতন ঘটেছিল। এটি ছিল বংশীয় শাসনের কুফল। যা উঁইপোকার ন্যায় উম্মাহর হাড়-মাংস খেয়ে ফেলেছিল এবং এক সময় তা বিধ্বস্ত হয়েছিল। যদি আলেম ও আল্লাহ ওয়ালাগণ না থাকতেন, মুজাহিদ ও নেককারগণ না থাকতেন তাহলে অল্প সময়ের ব্যবধানে এই উম্মাহ পরাজিত হত এবং কিছুতেই চৌদ্দশত বছর টিকে থাকতে পারত না।

ইতোপূর্বে খিলাফাহ বড় বড় শক্তির মুখোমুখী হয়েছে। সেই শক্তি বর্তমান কুফরী শক্তির তুলনায় নিতান্তই দুর্বল ছিল। কিন্তু আমরা ইতিহাসের কঠিনতম ক্রুসেডীয় আক্রমণের শিকার। আজ আমরা যাদের মোকাবেলা করছি তারা অস্ত্রে-শস্ত্রে আমাদের চেয়ে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী। এমনিভাবে ঈমান, আমল ও জিহাদের ময়দানে আমরা পূর্ববর্তীগণের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। সুতরাং যে সকল কারণে পূর্বে খিলাফাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল যদি সেগুলোর প্রতিকারে আমরা সচেষ্ট না হই তাহলে পূর্বের চেয়ে বড় পরাজয়ের মুখোমুখী হতে হবে।

'আল মুলকুল আদূদ' তথা বংশীয় শাসনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ না করা। স্বেচ্ছাচার, জুলুম ও মুসলমানদের সম্ভ্রমে আঘাত করা। নেক কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদান নিষিদ্ধ করা। রাসূল সা. বলেছেন,

"لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلامِ، عُرْوَةً عُرْوَةً، فكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلاةُ"

‘ইসলামের বিধানগুলোকে একটি একটি করে ধ্বংস করা হবে। যখনই একটি বিধান ভেঙ্গে দেয়া হবে মানুষ অন্যটি ধরে রাখার চেষ্টা করবে। এভাবে প্রথম যে বিধানাটি ভেঙ্গে দেয়া হবে তা হচ্ছে কোরআনী শাসনব্যবস্থা এবং সর্বশেষ বিধানটি হচ্ছে নামাজ।’

নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুসংবাদ শোনাতে এবং জুলুম ও ফাসাদ নির্ভর রাজত্বের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে একে একে ইনশাআল্লাহ জেনে নেব মুসলিম বিশ্বের হালচাল।

মুসলিম উম্মাহ আজ এমন একটি যুগ পার করছে যখন দ্রুত গতিতে জিহাদের উত্থান ঘটছে। সুযোগ পেলেই তাতে ফুঁকে দেয়া হচ্ছে নতুন প্রাণ, ভিন্ন জীবন। উম্মাহ মুছে ফেলছে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস— রচনা করছে ইনসাফ ও শুরা ভিত্তিক শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। মুসলিম ভূখন্ডগুলোকে স্বাধীন করার ইতিহাস।

মানব জাতির বিকাশ ও উন্নতির পথে এবং একটি সুস্থ মানবসমাজ বিনির্মাণে রয়েছে অনেক বাধা-বিপত্তি। এ বাধাগুলোর রূপ ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নিকট অতীতে আমরা অর্জন করেছি কিছু নৈরাশ্যকর অভিজ্ঞতা। মুসলিম উম্মাহর পরামর্শ ছাড়া খিলাফতের অযৌক্তিক দাবীর কারণে শামে সংঘটিত হয়েছে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ। এতকিছু সত্ত্বেও সার্বিক বিবেচনায় মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতির পাল্লা আজ অনেক ভারী।

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ যখনই হোঁচট খেয়েছে তখনই নব উদ্দমে জেগে উঠেছে। দৃঢ় সংকল্প ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্মুখপানে ছুটে চলেছে। আর তাইতো গৃহযুদ্ধের পর আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারাহ কায়েম হয়েছিল। আলজেরিয়ায় সশস্ত্র ইসলামী দল অস্ত্র ত্যাগের পর জামাআতে সালাফিয়্যাহ দা‘ওয়াহ ও কিতালের ঝান্ডা উঁচু করেছে এবং মুজাহিদগণের বরকতময় কাফেলার সাথে একীভূত হয়েছে। যা আজ তানযীম আল কায়েদা ফি বিলাদিল মাগরিব নামে পরিচিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শামের ফিৎনা নির্মূল হওয়ার পর শামের জিহাদ নতুন মাত্রা লাভ করবে। সঠিক চিন্তা-চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শুরা ও ইনসাফ ভিত্তিক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে।

বিভিন্ন দেশে ইসলামের উত্থান প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে ইরাক ও শামের উপর ক্রুসেডীয় বাহিনীর হামলা সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না।

আমার প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা! ইরাক ও শামের উপর খ্রিষ্টানদের চলমান হামলা তাদের ধারাবাহিক হামলারই অংশ। যার পরিধি ফিলিপাইন থেকে পশ্চিম আফ্রিকা, চেচনিয়া থেকে সোমালিয়া ও মধ্য-আফ্রিকা পর্যন্ত এবং পূর্ব-তুর্কিস্তান থেকে ওয়াজিরিস্তান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যাকে নাম দেয়া হয়েছে ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’। এমনকি আজ শাম ও ইরাকে খ্রিষ্টানরা যেই হামলা করেছে তা নির্দিষ্ট কোন দলের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে- জিহাদের উত্থানকে ব্যর্থ করে দেয়া। উক্ত হামলাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে এবং এর মোকাবেলা করতে হবে। এই হামলাকে সফল করতে শত্রুরা মতবিরোধ দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই হামলা মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকেও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইরাক ও শামের মুজাহিদগণকে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের একটি প্রস্তাব আমি পেশ করব। তবে তার আগে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই। যদিও আমরা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেই না এবং তাকে খেলাফতের উপযুক্ত মনে করি না তবুও তার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। তাই যদি তারা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা কায়েম করে তাহলে আমরা তাদের এ সিদ্ধান্ত ও কাজের সমর্থন করব; কিন্তু যদি তারা তাদের এবং অপরাপর জিহাদী তানযীমসমূহের মাঝে বিরোধ নিরসনে শরীয়তের দ্বারস্থ হতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না।

যখন তারা কাফের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করবে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন তারা আবু খালেদ আস সুরীকে হত্যা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যখন তারা খ্রিষ্টান, রাফেজী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন তাদের যুদ্ধকে আমরা সমর্থন করি। কিন্তু যখন তারা মুজাহিদগণের ঘাঁটি দখলের নামে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় তখন আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না। এমনিভাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলে নিতে চাইলে আমরা তাদেরকে সমর্থন করি না।

যখন তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে, অথবা আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আ'নিল মুনকারের জন্য সংগঠিত হবে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু তারা যখন মুজাহিদ ভাইদের উপর অপবাদ আরোপ করবে এবং দুর্নাম রটাবে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

এমনিভাবে যখন তারা আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে *"সাইক্স পিকট"* এগ্রিমেন্টের সাথে সমঝোতাকারী বলে আখ্যা দেয় এবং আমাদেরকে সেই ব্যাভিচারিনীর সাথে তুলনা করে যে নয় মাসের গর্ভ লুকিয়ে রাখতে চায় তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

যখন তারা মুসলিম বন্দিগণকে মুক্ত করে এবং জেল থেকে বের করে আনে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন কোন কাফের বন্দীকে ইসলাম গ্রহণের পরও হত্যা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

যখন তারা আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদকে মান্য করে তখন আমরা তাদের পক্ষে; কিন্তু যখন তারা তানযীম আল-কায়েদা এবং মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইআত ভঙ্গ করে, আবু হামযা মুহাজির রহ. এর উপর মিথ্যার অপবাদ আরোপ করে এবং বলে যে, আল-কায়েদা এবং মোল্লা মোহাম্মাদ ওমর মুজাহিদের বাইআত গ্রহণের মত কোন ঘটনা পূর্বে ঘটেনি তখন আমরা তাদের বিপক্ষে।

যখন তারা যে কোন ভূখন্ডে মুসলিম ভাইদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে তখন আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যখন তরার শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় খিলাফাহ ঘোষণার মাধ্যমে মুজাহিদগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পায়তারা করে তখন আমরা তাদের বিপক্ষে। যদি তারা শুরা ভিত্তিক খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে আমরা তাদের পক্ষে। কিন্তু যদি নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার মাধ্যমে জোরপূর্বক কোন খিলাফাহ মুসলিম উম্মাহর ঘারে চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে আমরা তাদের বিপক্ষে।

আমরা তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করব যদিও তারা জুলুম করে। আমরা আল্লাহর আনুগত্য করব, যদিও তারা আমাদের সাথে চাল-চলন ও আচরণে আল্লাহর নাফরমানী করে।

এতসব সমস্যা সত্ত্বেও ইরাক ও শামের মুজাহিদগণকে বলব, যেন তারা পরস্পরের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন এবং সমন্বিতভাবে চলমান ক্রুসেডীয় হামলার মোকাবেলা করেন। যদিও বাগদাদীর সাথে তাদের মতপার্থক্য রয়েছে এবং যদিও তারা বাগদাদীর খিলাফাহকে স্বীকৃতি দেয়নি। খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দাবী করা এবং একে স্বীকৃতি না দেয়ার বিতর্ক এখানে মুখ্য নয়। কারণ মুসলিম উম্মাহ এখন খ্রিষ্টানদের আক্রমণের শিকার। তাই এই হামলা রুখে দিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলতে চাই, যখন খ্রিষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মুজাহিদগণের যে কোন দলের বিরুদ্ধে -যার মধ্যে বাগদাদীর দলও আছে- যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে আমরা মুজাহিদগণের সাথে থাকব। যদি তারা আমাদের উপর জুলুম করে, আমাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, খলীফা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদগণের মতামত না নেয় এবং এ ক্ষেত্রে শরয়ী ফয়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকে তবুও আমাদের অবস্থান ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে না। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা মুসলিমগণকে এবং মুজাহিদগণকে সহযোগিতার কথা পূর্বেও বলেছি, এখনো বলছি।

ক্রুসেডার, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যখন বাগদাদী ও তার অনুসারীদেরকে সহযোগিতা করতে বলি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলি না যে, তিনি খলিফাতুল মুসলিমীন বা তিনি এবং তার অনুসারীগণ খেলাফতে রাশেদার প্রতিনিধিত্ব করছেন। কারণ, এই দাবী অবাস্তব। প্রমাণিত নয়। মূলত ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করার স্বার্থে আমরা তাদেরকে সাহয্য করার পক্ষপাতি।

আমরা যখন জাবহাতুন নুসরার ভাইদেরকে সাহায্য করি তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহায্য করি না যে, তারা আমাদের ভাই এবং তানযীম আল-কায়েদার বাইআত গ্রহণকারী; বরং তাদেরকে সাহায্য করি; কারণ তারা মুসলমান, তারা মুজাহিদ। যখন শাম ও ইরাকের মুজাহিদগণকে সাহায্য করার আহ্বান জানাই তখন তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, তাদের সাথে আমাদের মতের মিল রয়েছে বা মতবিরোধ রয়েছে। বরং তাদেরকে সাহায্য করার আহ্বান জানাই শরীয়তের বাধ্যবাধকতার কারণে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ)

'আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।' (সূরা তাওবাহ-৩৬)

আমাদের অবস্থানে কোন অস্পষ্টতা নেই। আমরা ইরাক ও শামের সকল মুজাহিদের পাশে আছি। ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় তুর্কিস্তান থেকে মালি পর্যন্ত, ককেশাশের পর্বতচূড়া থেকে আফ্রিকার বনভূমি পর্যন্ত এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলিম ও মুজাহিদের পাশে আছি। আমরা তাদেরকে সাহায্য করব, তাদের শক্তি

যোগাব। তাতে আমাদের সাথে তাদের আচরণ ভাল হোক বা মন্দ। তারা আমাদের উপর জুলুম করুক বা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করুক। মোট কথা, কোন অবস্থাতেই আমাদের এই অবস্থান পরিবর্তন হবে না। কিন্তু শরয়ী ফয়সালাকে পাশ কাটানো, মুসলমানদেরকে নির্বিচারে তাকফীর করা, তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, মুজাহিদগণের ঐক্য বিনষ্ট করা এবং মুসলমানদের পবিত্রতা ও মান-সম্ভ্রমে আঘাত করার ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে সমর্থন দেব না।

শাম ও ইরাকে অধিকাংশ মুজাহিদ এবং সারা বিশ্বের মুজাহিদগণের ব্যাপারে আমরা ভাল ধারণা পোষণ করি। আমাদের বিশ্বাস, তারা ঘর থেকে বের হয়েছেন আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে, শরীয়াহ ও খিলাফাহ আ'লা মিনহাজিন নুবওয়াহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। দোআ করি আল্লাহ তাআলা তাদের নেক আমলসমূহ কবুল করুন। তাদের গুনাহ মাফ করুন এবং তাদেরকে দান করুন দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের সফলতা।

এমনিভাবে আমরা মনে করি, যে সকল জিহাদী তানযীমের মাধ্যমে ফাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে তাদের সকলেই এর জন্য দায়ী নয়। বরং গুটিকতক মানুষ এর জন্য দায়ী, যারা সত্য-মিথ্যাকে গুলিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের এবং তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। সরল পথে পরিচালিত করেন এবং ঐক্যবদ্ধ করে দেন।

শাম ও ইরাকের ভাইদেরকে খ্রিষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য সারা দুনিয়ার মুসলমান ও মুজাহিদ ভাইদের সামনে কয়েকটি কর্মপন্থা পেশ করব। এগুলো দুই ধরণের। কিছু কর্মপন্থা শাম ও ইরাকী ভাইদের জন্য আর কিছু কর্মপন্থা অন্যান্য ভাইদের জন্য।

শাম ও ইরাকের বাহিরের ভাইদের কর্মপদ্ধতি

যেসকল মুসলিম শাম ও ইরাকের বাইরে আছেন আমি তাদের বলব, আপনারা খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানুন। এটি করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্থ হবেন না।

এই আঘাত কেন করবেন? কারণ, পশ্চিমা খ্রিষ্টানরাষ্ট্রগুলো ইরাক ও শামের আগ্রাসনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। অন্যরা তাদের আদেশ পালন করছে। আমরা যদি মাথায় আঘাত হানতে পারি তাহলে ডানা ও দেহ দুটোই ধরাশয়ী হবে। এ যুদ্ধ যদি তাদের ঘরে সংক্রমিত করা যায় তবে অবশ্যই তারা লেজ গুটাতে বাধ্য হবে এবং তাদের সমরনীতি নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হবে।

আমি মনে করি, এখন পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন স্বার্থে আঘাত হানা উচিৎ এবং যুদ্ধকে তাদের দেশে স্থানান্তর করা উচিৎ। তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া দরকার যে, তারা যেভাবে বোমা বর্ষণ করছে সেভাবে নিজেরাও বোমা বর্ষণের শিকার হবে। যেভাবে তারা অন্যদেরকে হত্যা করছে সেভাবে তাদেরকেও হত্যা করা হবে। তারা যেভাবে অন্যদের ক্ষত-বিক্ষত করছে তাদেরকেও সেভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হবে। তারা যেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াও করছে তারাও সেভাবে ধ্বংসযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াওয়ের শিকার হবে। তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে- পরাজয়ের স্বাধ কতটা তিক্ত হতে পারে।

অনেক মুসলিম যুবক যুদ্ধের ময়দানে যেতে পারছে না বলে আক্ষেপ করছে। আফগানিস্তান, ওয়াজিরিস্তান, ইরাক, শাম, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সোমালিয়া, কাশ্মীর, চেচনিয়া এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র দেখে দেখে তাদের অন্তর

ক্ষোভে ফুঁসছে। আবার অনেকে ইস্তেশহাদী হামলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের করণীয় হচ্ছে পশ্চিমা দেশসমূহে আক্রমণ করা। তাদের অর্থনৈতিক কেন্দ্র এবং শিল্প কারখানায় আক্রমণ করা।

বিস্ফোরক ছাড়াও কখনো কখনো ইস্তেশহাদী হামলা সম্ভব। আর যদি বিস্ফোরকের প্রয়োজন হয়ও তাহলে তা প্রচলিত বিস্ফোরক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বিস্ফোরক ছাড়া বা প্রচলিত বিস্ফোরক ছাড়া হামলার যেসকল উপায় রয়েছে সেগুলো বিবেচনায় রাখা যেতে পারে এবং চিন্তাভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে আরো অনেক পন্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে। এ ময়দানে নিকট অতীতে অনেক জানবাজ মুজাহিদ স্থাপন করে গেছেন অসংখ্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাদের কয়েকজন হলেন, রমজী ইউসুফ ও তাঁর সঙ্গীগণ, মুহাম্মাদ আতা এবং তাঁর সঙ্গীগণ; মুহাম্মাদ সিদ্দিক খান, শেহজাদ তানভীর, নিদাল হাসান, ওমর ফারুক, তামারলার ও তার ভাই যোখার সারনায়েত মুহাম্মাদ মারাহ ও প্যারিস অপারেশনের রূপকারগণ। সুতরাং কেন আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি না এবং যুদ্ধের একাধিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি না?

এই পন্থায় যারা কিছু করতে আগ্রহী তাদের জন্য ময়দানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এমনও হতে পারে যে, আপনার দুকদম সামনেই জিহাদের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে আছে। তাছাড়া জিহাদের ময়দানে পৌঁছতে গেলে শত্রুদের প্রযুক্তির চোখে ধরা পড়তে পারেন। সুতরাং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না। এ ধরণের আক্রমণ পরিচালনা করতে আস-সাহাব মিডিয়া পরিবেশিত فقاتل في سبيل الله لاتكلف إلا نفسك অডিও/ভিডিও বার্তা এবং আল-মালাহিম মিডিয়া পরিবেশিত حرض বা "Inspire" সাময়িকী থেকে আপনার কৌশলগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করে নিতে পারেন।

খ্রিষ্টান দেশে বসবাসকারী হে মুসলিম ভাইয়েরা!

আপনারা কিতালের শরয়ী নীতিমালা শিক্ষা করুন। তারপর শরীয়ত অনুমোদিত টার্গেট খুঁজে বের করুন। উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করুন এবং ই'দাদ গ্রহণ করুন। আর সাবধান, কাছের মানুষটিকেও আপনার সংকল্প সম্পর্কে অবহিত হতে দিবেন না। মুসলমানদের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা গুপ্তচরদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। তারপর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সামনে অগ্রসর হোন। আল্লাহর হুকুমে বিজয় আপনারই হবে।

মোবারকবাদ জানাই বাইতুল মাকদিসের ভাইদেরকে! তারা অতিসাধারণ অস্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের ফরজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। নিজেদের ভঙ্গুরদশা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা মুসলিম উম্মাহর সামনে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

শাম ও ইরাকী ভাইদের কর্মপদ্ধতি

শাম ও ইরাকের মুজাহিদ ভাইদেরকে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের আহ্বান জানাচ্ছি। যেন অঞ্চল দুটি একটি মাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। যেখানে মুজাহিদগণ অবাধ বিচরণের সুবিধা ভোগ করবে এবং পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিবে। নিজেদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বিবিধ উপকরণ সংরক্ষণের যৌথ ব্যবস্থাপনা থাকবে। সেই অঞ্চলে উভয় দেশের

যুদ্ধাহত মুজাহিদগণকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে। মুজাহিদগণের পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের জীবিকা নির্বাহেরও ব্যবস্থা করা হবে।

এসকল দিক থেকে খ্রিষ্টান, সাফাবী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়টি অনেক জটিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদেরকে বাস্তববাদী হতে হবে। বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরপাক খাওয়া চলবে না। তাই আমাদেরকে মানতে হবে যে, এই মুহূর্তে এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন। কারণ, শাম ও ইরাকের ফিৎনা মুজাহিদদের মাঝে আস্থার বিরাট এক সংকট সৃষ্টি করেছে। এই ফিৎনায় নিহত হয়েছে সাত হাজার মুনুষ। আহত হয়েছে এর কয়েকগুণ। ফিৎনা তখনো অব্যাহত ছিল। এরই মাঝে গুটিকতক অজ্ঞাত ব্যক্তির বায়আতের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আসল। উক্ত খেলাফতের প্রতি সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা অধিকাংশ মুজাহিদই সমর্থন ব্যক্ত করেননি। যখন কতিপয় অতি উৎসাহী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইসলামী ইমারাহ ও ইসলামী দলসমূহের বৈধতা রহিত হওয়ার এবং সকলের উপর কথিত খলীফার বায়আত ওয়াজিব হওয়ার ঘোষণা আসল এবং অনুগত সৈনিকদের বিরোধীদের খুলি উড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করা হল; তখন সংকট আরো ঘণীভূত হল। এই দুঃখজনক ঘটনা পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার অনেকটা রুদ্ধ করে দিয়েছে। কারণ, মুজাহিদগণের রয়েছে নিজেদের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনাসমূহের তিক্ত অভিজ্ঞতা। এখন এক পক্ষের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অন্য পক্ষের যুদ্ধাস্ত্র ও বিভিন্ন উপকরণ প্রেরণকে ভীতির চোখে দেখা হয়। তাই মুজাহিদগণের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যাতে ইরাক ও শামে যুদ্ধরত খ্রিষ্টান, সাফাবী ও সেকুলারদের মোকাবেলায় পারস্পরিক সহযোগিতার পথ সুগম হয়।

শাম ও ইরাকে মুজাহিদগণের পারস্পরিক আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার উপায়

এক.

অনতিবিলম্বে মুজাহিদগণের মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধ রাখা।

দুই.

বিভেদ সৃষ্টির অভিযোগ বা এ ধরণের অন্য কোন অজুহাতে বিরোধীদের মস্তক ঝাঁঝড়া করে দেয়ার মানসিকতা এখনই পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ, জোটবদ্ধ শত্রুসেনাদের মোকাবেলায় মুজাহিদীনের প্রচেষ্টা ও শক্তিসমূহকে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এখন সময়ের দাবী। ইরাক ও শামে ফিৎনার আগুন উস্কে দেয়া এবং মুজাহিদীনকে বিভক্ত করা জিহাদের জন্য এক চরম আঘাত। এর পুরো ফায়দা লুটবে ইসলামের শত্রুরা।

হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! ক্রুসেডারদের এই হামলা দীর্ঘ দিন চলবে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ-সংঘাত বন্ধ করতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে ইতিপূর্বে সকল জিহাদী-তানযীম মোল্লা মোহাম্মদ ওমর মুজাহিদের

বাইআত গ্রহণকারী ছিল অথবা তার মিত্র ও সমর্থক ছিল। তারপর বাগদাদী ও তার অনুসারীগণ আবির্ভূত হলেন। তারা শরয়ী বিচার ও ফয়সালাকে পিঠ দেখালেন এবং ফিৎনা অনুপ্রবেশের জন্য দরজার উভয় কপাট উম্মুক্ত করে দিলেন। ফিৎনার আগুন নির্বাপণের সকল প্রচেষ্টা মাটি চাপা দিলেন। আবু হামযা মুহাজির রহ. এর উপর মিথ্যার অপবাদ দিলেন। বললেন, তিনি নাকি শায়েখ উসামা রহ. এর জীবদ্দশায় আল-কায়েদার বায়আত ভঙ্গ করেছেন। এটি ছিল চরম অপবাদ। তারপর তারাই মিথ্যুক প্রমাণিত হলেন।

৭ই জিলহজ্জ ১৪৩৩ হিজরীতে বাগদাদী আমার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করে। হামদ, সালাতের পর পত্রটিতে লেখা হয়,

إلى أميرنا الشيخ الدكتور أبي محمد أيمن الظواهري حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

ثم قال في ضمنها "شيخنا المبارك نود أن نبين لكم ونعلن لجنابكم أننا جزء منكم، وأننا منكم ولكم، وندين الله بأنكم ولاة أمورنا، ولكم علينا حق السمع والطاعة ماحيينا، وأن نصحكم وتذكيركم لنا هو حق لنا عليكم، وأمركم ملزم لنا، ولكن قد تحتاج المسائل أحيانًا بعض التبيين لمعايشتنا واقع الأحداث في ساحتنا، فنرجوا أن يتسع صدركم لسماع وجهة نظرنا، ولكم الأمر بعد ذلك، ومانحن إلا سهام في كنانتكم".

আমাদের শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আইমান আয-যাওয়াহিরীর প্রতি -আল্লাহ তাকে হিফাজত করুন- আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

তারপর তিনি এক প্রসঙ্গে লিখেন :

‘হে আমার শায়েখ! আমরা পারিষ্কভাবে বলতে চাই যে, আমরা আপনাদেরই একটি শাখা। আমরা আপনাদের দলের অন্তর্ভুক্ত এবং অধীন। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আপনি আমাদের কর্তৃত্বের অধিকারী। যতদিন বেঁচে থাকব আপনার আনুগত্য করা আমাদের কর্তব্য। আর আপনার কর্তব্য হচ্ছে আমাদেরকে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করা। আপনার আদেশ পালন করা আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে কখনো এখানের পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন বলে মনে করি। আশা করি উদার মানসিকতা নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুনবেন। এসব কিছু ছাড়িয়ে কর্তৃত্ব আপনারই। আমরা আপনার তূনীরের কয়েকটি তীর মাত্র।’

পরিতাপের বিষয়! যিনি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আজীবন অনুগত থাকার শপথ করেছেন- তিনি ছয়টি মাসও স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের আমীরকে না জানিয়ে শামকে অঙ্গীভূতকরার ঘোষণা দিলেন। তারপর তিনি এবং তার অনুসারীগণ প্রকাশ্যে তাদের আমীরের অবাধ্যতা করলেন এবং চূড়ান্ত হঠকারিতা প্রদর্শন করে বললেন যে, শাম তাদের ইমারার অধীন। তারা আরো দাবী করলেন যে, তারা নাকি আমীরের সন্তুষ্টির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে স্থান দিয়েছেন।

অপর দিকে শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল্ জাওলানী যখন তাদের বিরোধিতা করলেন এবং নিজ আমীরের আনুগত্যে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন তখন তারা তাকে অত্যন্ত অশোভন অবিধায় অভিযুক্ত করলেন। তারপর তারা নিজেদের আমীর, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তানযীম আল-কায়েদার উপর মিথ্যার অভিযোগ উত্থাপন করলেন এবং এমন সব অপবাদ আরোপ করলেন যা তাকফীরেরেই নামান্তর। বললেন যে, তারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ইখওয়ানতন্ত্র ও সাইক্স্ পিক্টের ফিৎনায় পড়েছে। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিশ্বাসী। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকরা তাদের মদদদাতা ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি তারা সভ্যতার গন্ডি পেরিয়ে গালমন্দও শুরু করলেন। বললেন, ‘এরা সেই ব্যাভিচারিনীর মত যে তার গর্ভধারণের নবম মাসে নিজেকে সতী-সাধ্বী দাবী করে। (নাউজুবিল্লাহ)

অতঃপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে গুটিকতক অপরিচিত ব্যক্তির বায়আতের মাধ্যমে বাগদাদীর খিলাফাহ ঘোষিত হল। যার প্রতি সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা অধিকাংশ মুজাহিদদের সমর্থন নেই। তারা দাবী করল যে, এখন থেকে সকল ইসলামী দল ও জামাআত বৈধতা হারিয়েছে। সকলের কর্তব্য হচ্ছে পদ ও দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো। অথচ এই নির্দেশ যখন আসল তখন তাদের উপর প্রচুর বোম্বিং হচ্ছে। তারা খ্রিষ্টানদের সাথে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘোষণাও করা হল- ‘যে ব্যক্তি বিরোধিতা করবে তাজা বুলেট তার মাথা গুড়িয়ে দিবে।’ এমন হুংকার তাদের মুখেই শোভা পায়, কারণ কথিত খিলাফাহ পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের অনেক বুলেট খরচ করতে হয়েছে। তারা বলছে, এই সব কিছু তারা করেছে বিভক্ত মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে!! কষ্টের মাঝেও হাসি পায় যখন তাদের দলীয় মুখপাত্রকে বলতে শুনি لك الله أيتها الدولة المظلومة ওহে মাজলুম রাষ্ট্র! তোমার জন্য আল্লাহ আছেন!!

তিন.

একটি স্বাধীন-স্বনির্ভর শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করা। ইরাক ও শামের মুজাহিদগণের মধ্যকার যে কোন সমস্যা সমাধানে এর সক্ষমতা ও কার্যকারিতা সুদৃঢ় করা। এই আদালত প্রতিষ্ঠা ছাড়া পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়ের বিষয়টি শূন্যে ঝুলতে থাকবে। বাতাসের সাথে মিলিয়ে যাবে। সর্বোপরি আত্মপূজারীদের তামাশার বস্তুতে পরিণত হবে ঐক্য ও আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা।

শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী হাফিজাহুল্লাহ শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এবং পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে তাঁর কাছে বার্তা পাঠিয়ে ছিলাম। কিন্তু তিনি একরাশ হতাশা ছাড়া আর কিছুই পাননি। তাঁর এই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন- যা কারো অজানা নয়। এ ধরণের মহতী উদ্যোগ পুনরায় গ্রহণ করতে হবে। এ ধরণের প্রচেষ্টাকে কেবল ঐ ব্যক্তি নিরুৎসাহিত করতে পারে যে কিনা বিবেদ জিইয়ে রাখতে চায়।

তানযীম আল-কায়েদা সেই সকল শায়েখ ও আলেমগণের প্রকৃত পূর্ণ আস্থাশীল, যাদের সততা, জিহাদের প্রতি অনুরাগ ও মমতা সুপ্রমাণিত। তাদের মধ্যে উল্যেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- শায়েখ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদিসী, শায়েখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনী -হাফিজাহুমাল্লাহ- শায়েখ আবুল ওয়ালিদ ফিলিস্তিনী, শায়েখ আবু মুহাম্মাদ জাওয়াহিরী, শায়েখ সালেম

মারজান, শায়েখ আহমাদ আশূশ -আল্লাহ তাদেরকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করুন-, শায়েখ হানী আস-সিবায়ী, শায়েখ তারেক আব্দুল হালীম এবং তাদের মত আরো যে সকল আমানতদার দায়ী রয়েছেন। এটি আমাদের ধারণা। আল্লাহর উপর আমরা কারো পবিত্রতা ঘোষণা করছি না। আরো আছেন একটি জিহাদী তানযীমের শায়েখ, উস্তাদ অবিভাবক, কারারুদ্ধ কিংবদন্তী- শায়েখ ওমর আব্দুর রহমান। আল্লাহ তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করুন। এ যুগে এরাই আমাদের সম্পদ, আমাদের মূল ধন, অফুরন্ত খনি ও অমূল্য রতন।

সুতরাং কার স্বার্থে আমরা তাদের দুর্নাম করব, তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাব! এমনটি করলে কারা লাভবান হবে? এই প্রশ্নের উত্তর আছে আমার কাছে। এর মাধ্যমে প্রথমত খ্রিষ্টান, সাফাবী, ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা লাভবান হবে। দ্বিতীয়ত লাভবান হবে ঐসকল লোক যারা শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করতে লালায়িত। তাদের রাজনৈতিক লালসা পূরণ করতে যারাই বিঘ্নতা সৃষ্টি করে তারা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালায় এবং দুর্নাম করে।

চার.

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার উদ্যোগ নেয়া। যারা জিহাদকে ভালবাসেন, এর উন্নতি কামনা করেন এবং ইরাক ও শামের মুজাহিদ ভাইদের বিজয় প্রত্যাশা করেন আমি তাদেরকে আহ্বান জানাব যে, আপনারা স্বাধীন-স্বনির্ভর ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জিহাদী তানযীমগুলো যেন পরস্পরের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সে লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যান। যেন পূর্বতিক্ততা ভুলে পরস্পর সহযোগিতা বিনিময়ের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। যেই আদালতে সকল পক্ষের জন্য শরয়ী ফয়সালা দাবী করার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।

পাচ.

সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ। যেমন, আহতদেরকে চিকিৎসা করা। মুজাহিদদের পরিবারকে আশ্রয় প্রদান। সরঞ্জামাদি সংরক্ষণ, রসদসামগ্রী সরবরাহকরণ এবং যৌথ কার্যক্রম সম্পাদন। ঐক্যবদ্ধ শত্রুর মোকাবেলায় শাম ও ইরাকের মুজাহিদ ভাইদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে এসকল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করলাম। কে প্রত্যাখ্যান করল, কে হেয় জ্ঞান করল আর কে এসব প্রস্তাবনাকে নিষ্প্রয়োজন বা গুরুত্বহীন মনে করল তা আমার দেখার বিষয় নয়। এতটুকু তো বলতে পারব যে, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। রাসূল সা. বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

‘দীন কল্যাণকামিতার নাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য? বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসূল, মুসলমানদের ইমামগণ এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য।’

শেষ করার পূর্বে আমার দেখা একটি ভিডিও সম্পর্কে দু’টো কথা বলতে চাই। শামের একটি দল অপর একটি দলের শরয়ী বোর্ড এর নেতৃবর্গের উপর অতর্কিত আক্রমণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছিল। ভিডিওটির শেষের দিকে এক ভাইয়ের বক্তব্যে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। সে বলছিল, والله لنأخذنّ بالثأر আল্লাহর কসম! আমরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আমার সেই ভাইকে

বলব, হে প্রিয় ভাই! কিংবা বলতে পারি হে প্রিয় বৎস! আমার ছেলে বেঁচে থাকলে সে তোমার সমবয়সী বা তোমার কাছাকাছি বয়সের হত। তুমি কি তোমার সেই ভাইয়ের উপর প্রতিশোধ নিবে, যে কিনা শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করছে? তুমি কি তার থেকে প্রতিশোধ নিবে? অথচ খ্রিষ্টানদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আমাকে, তোমাকে ও তাকে সবাইকেই নিশানা বানাচ্ছে।

আমি বলছি না যে, তুমি জুলুম করছ বা জুলুমের শিকার হয়েছ। আমি বলছি, হে আমার প্রিয় বৎস, যদি তুমি জুলুমের শিকার হয়ে থাক তাহলে তুমি সুযোগ্য আলেম, বীর মুজাহিদ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী প্রতিষ্ঠিত শরীয়তের আদালতের শরনাপন্ন হতে পার। এই আদালতকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করেছেন সেই সকল মনিষীগণ, যারা জীবনভর তাগুতের সাথে লড়াই করেছেন, মানুষকে তাওহীদের মর্ম শিখিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ তাঁরা এখনো নিজ কর্মে অবিচল আছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের হাতে এই মহৎ কাজ করিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বুলন্দ করুন।

এই শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করেছেন তোমার মুরব্বীগণ। যেন এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রতিশোধ না নেয় এবং এক ভাই অন্য ভাইয়ের বুকে বন্দুক তাক না করে। ক্রুসেডাররা বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে বাছ-বিচার ছাড়া, এখন কি ভাইয়ের প্রতিশোধ নেবার সময়? শায়েখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী কারো ক্ষতি করার জন্য এই আদালত প্রতিষ্ঠা করেননি; বরং তাঁর ইচ্ছে হল মুসলমানদের মাঝে রক্তারক্তির ধারা বন্ধ করা। ফিৎনার আগুন নির্বাপিত করা। যেন ঐক্যবদ্ধভাবে খ্রিষ্টান, সাফাবী, ও সেকুলারদের মোকাবেলা করা যায়। আমার প্রিয় বৎস! তুমি নিজেকে প্রশ্ন কর; এ প্রশ্ন প্রত্যেকেরই নিজেকে করা উচিৎ যে, তারা কারা যাদের ব্যাপারে আবু মুহাম্মদ মাকদিসী নিশ্চিত করেছেন যে, তারা সমস্যা সমাধানকল্পে শরীয়াহর দারস্থ হতে গড়িমসি করছে?

আমরা নিজেরা যদি একে অপরের দিকে বন্দুক তাক করি, অথবা তা না করে নিজেদের সমস্যাবলী শরয়ী আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিয়ে নিই তাহলে কোন পন্থাটি ইসলামের শত্রুদেরকে পীড়া দিবে আর কোনটি তাদের জন্য আনন্দদায়ক হবে- ভাবনার বিষয় রয়েছে বৈকি!

প্রার্থনা করছি যেন আল্লাহ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। আমাদের অন্তরসমূহের মাঝে ভালবাসার সেতুবন্ধন তৈরি করে দেন। সর্বাপেক্ষা আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে দেন এবং ফিৎনা, অনৈক্য বাদ-বিসংবাদ থেকে দূরে রাখেন।

সকল মুজাহিদ ভাইয়ের প্রতি আমার সর্বশেষ উপদেশ হল, আপনারা অন্যায়ভাবে রক্ত ঝড়ানোর ফাঁদে পা দিবেন না। মনে রাখবেন, আপনার আমীর আপনার পাপ মোচন করতে পারবেন না। আপনাকে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে একাকী। আপনার পক্ষে দু'টো কথা বলার জন্য তখন আমীরকে খুঁজে পাবেন না। এমনও হতে পারে যে, নিজের পক্ষে সুপারিশকারীর প্রতি আমীরের চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী আর কেউ হবে না।

প্রত্যেক মুজাহিদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, তিনি ঘর থেকে বের হয়েছেন ইসলামের শত্রুদের সাথে লড়াই করার জন্য। তাই তিনি যেন আমীরগণের রাজনৈতিক লালসা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত না হন। যদি তার আমীর কোন মুসলিমকে হত্যা

করার আদেশ করে, অথবা এমন কোন কাফেরকে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অথবা এমন ব্যক্তিকে যার হত্যাযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। যেমন কোন মুসলিমকে কাফের বলা হল, অথবা বলা হল সে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়েছে বা সে মুরতাদদের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা মুরতাদদের মদদদাতা ইত্যাদি তাহলে সে আমীরের আদেশ পালন করবে না যতক্ষণ না অভিযোগ প্রমাণিত হয়। কারণ, ফিৎনা ব্যাপকতা লাভ করেছে। আমীরগণের এবং তাদের দলসমূহের মাঝে সংঘাত বৃদ্ধি পেয়েছে।

একজন মুজাহিদ কাউকে হত্যা করতে কেবল তখনই অগ্রসর হবেন যখন তাকে হত্যা করার বৈধতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবে। যদি সামান্য সন্দেহও থাকে তাহলে আমীরের আনুগত্য করবে না। নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিবে। কারণ, মুসলমানকে হত্যা করা অনেক বড় গুনাহের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا)

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' (সূরা নিসা-৯৩)

প্রত্যেক মুজাহিদকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সে ঘর থেকে বের হয়েছে মুসলমানদের নিরাপত্তা-বিধান, মান-মর্যাদা রক্ষা করার জন্য। এসকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের জন্য বের হয়নি। তার আমীর যদি তাকে আদেশ করে মুজাহিদগণের কোন দলের উপর আক্রমণ করতে, তাদের মালামাল ছিনিয়ে নিতে, ক্যাম্প দখল করতে, অথবা মুসলমানদের ধন-সম্পদ অধিগ্রহন করতে এই যুক্তিতে যে, তারা বিদ্রোহী বা এই সম্পদের বেশি হকদার আমীর এবং তার ইমারাহ, অথবা এই যুক্তিতে যে, বিরোধীদের সম্পদ দখলের অধিকার তাদের আছে, তাহলে এসকল আদেশ পালন করা বৈধ হবে না। কারণ, এসব শুধু মৌখিক দাবী। মুসলমানদের সহায় সম্বল দখল করে নেয়ার জন্য এসকল দাবী যথেষ্ট নয়। রাসূল সা. বলেন,

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

'এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য হারাম হল তার রক্ত, তার মাল, ও তার ইজ্জত।'

প্রার্থনা করি আল্লাহ তাআলা মুজাহিদগণকে এবং মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করে দিন। শরীয়তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে শুরাভিত্তিক খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন।

শাম ও ইরাকের পর ওয়াজিরিস্তানের ভাইদের উপর নীরবে যে সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানী বাহিনী আমেরিকার সাথে মিলে ওয়াজিরস্তানের সাধারণ জনগণ, মুজাহিদ ও মুহাজিরগণের উপর হামলা করেছে। আমেরিকার ড্রোনগুলো মুজাহিদদের অবস্থানে উপর্যুপরি বোমা ফেলছে। আর পাকিস্তান বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল সেনাও প্রেরণ করেছে। ট্যাংক ও কামানের সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে নিহত হয়েছে কয়েক হাজার যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। আর উদ্বাস্তু হয়েছে আনুমানিক দশ লাখ মানুষ। তারা সাহায্যের জন্য হাহাকার করেছে;

মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়নি কোথাও। প্রচন্ড শীত ও গরমের তোয়াক্কা না করে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর থেকে খাবার ও ঔষধ সংগ্রহের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট করেছে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে জীব-জানোয়ারের মত আচরণ করেছে; যাতে মোড়ল আমেরিকা খুশি হয় এবং হারাম ডলারের মাধ্যমে নিজেদের পকেট স্ফীত হয়। এসবকিছুই আফগানিস্তান থেকে দখলদার মার্কিন বাহিনীকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস।

তাদের অপরাধ আড়াল করার জন্য মিডিয়া (প্রচারমাধ্যম) সব রকমের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি এই মিডিয়া কাভারেজের কল্যাণেই "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' পূর্ণতা (!) লাভ করেছে" খবর প্রচার কর হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা যথার্থই বলেছেন,

(اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ ؕ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ۬ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۙ)

"নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের তাদেরকে দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে"। (সূরা আনফাল-৩৬)

এসবকিছু সত্ত্বেও আপনাদের মুহাজির এবং মুজাহিদগণ সুদৃঢ় পর্বতের ন্যায় অনঢ় আছেন এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে শত্রুদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে যাচ্ছেন। জিহাদ ও মুজাহিদগণের অবস্থানকে যারা নড়বড়ে করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে তারা অচিরেই মুজাহিদগণের বিজয় দেখতে পাবে। ইতোমধ্যে বিজয়-রবির-স্নিগ্ধ আলো পূব দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কাফেররা যতই মর্মাহত হোক।

অনমনীয় ওয়াজিরিস্তান ইসলামী ইতিহাসে এক নতুন যুদ্ধের উপখ্যান রচনা করেছে। ইনশাআল্লাহ ইংরেজদের তল্পিবাহকরা তাদের মুনিবদের মতই বিতাড়িত হবে।

খ্রিষ্টান এবং তাদের মিত্রদের উপর হামলার ঘটনা দিনদিন বাড়ছে। আঘাতে আঘাতে কেঁপে উঠছে আফগানিস্তানের কাবুল। ইসলামের দূর্গ আফগানিস্তানে যে শৈল্পিক সূচিত হচ্ছে সেজন্য মুসলিম উম্মাহকে মোবারকবাদ জানাই। ইনশাআল্লাহ এই বিজয়ের মাধ্যমে মহা বিজয়ের নতুন ধারা শুরু হবে। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহর ইচ্ছায় পরবর্তী পর্বে খিলাফাহ আ'লা মিনহাজিন নুবুওয়াহ প্রসঙ্গে মৌলিক আলোচনা করা হবে।

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العلمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.